যুগান্তর

তারিখ ... 08 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মো. সিদ্দিকুর রহমান

জিপিএ ৫ নিয়ে আর কত বিতর্ক?

ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করবে। বস্তুত জ্ঞান অর্জন ছাড়া এ ফলাফল দেশের সর্বনাশ ডেকে আনছে। দক্ষ জনশক্তির অভাবে দেশ আজ মহাসংকটে। বড় বড় উন্নয়ন প্রকল্প ধীরগতিতে এগোচ্ছে। যার ফলে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে গিয়ে দেশের উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক ও কর্মকর্তার অভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে এ হতাশাজনক চিত্র দেখা যাচ্ছে। দেশের লাখ লাখ শিশু কিন্ডারগার্টেন তথা বেসরকারি স্কুলে প্রশিক্ষণবিহীন অদক্ষ শিক্ষকের কাছে তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে। বিশেষ করে শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুশিক্ষা প্রশিক্ষণবিহীন কর্মকর্তা দ্বারা যেনতেনভাবে চলছে।

প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষকদের কোনো পদোন্নতির সুযোগ নেই। প্রাথমিক শিক্ষায় বিশাল জনগোষ্ঠী কর্মরত। অথচ এ শিক্ষায় কোনো স্বতন্ত্র ক্যাডার নেই। শিশুশিক্ষা নিয়ে তৃণমূল থেকে উচ্চপর্যায়ের যথেচ্ছ ভাবনা শিক্ষার এ বিপর্যয়ের কারণ। দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকই পারে শিশুশিক্ষাকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে। মন্ত্রী থেকে পর্যায়ক্রমে সবার শিশুশিক্ষার ব্যাপারে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ছোঁয়া পাওয়া প্রয়োজন। স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গড়ে তোলার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় সব নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ করে সহকারী শিক্ষক থেকে সব পর্যায়ে শতভাগ পদোন্নতি চালু করা প্রয়োজন। উপরন্তু সব কর্মকর্তার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান লাভ জরুরি। একজন শিক্ষক দেশের শিক্ষামন্ত্রী তথা উপরন্তু কর্মকর্তা হলে তার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা শিক্ষা ক্ষেত্রে সফলতা আনতে পারবে এটাই স্বাভাবিক। অদক্ষ বা অভিজ্ঞতাবিহীনরা যতই জ্ঞানের সাগর হোক না কেন, তাদের কিছুটা হলেও বিড়ম্বনায় পড়তে হবে।

প্রাথমিকে সাত বছরের বেশি সময় থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি বন্ধ। সহকারীদের বেতনবৈষম্য দূর করার নামে মন্ত্রণালয় দু'বছরের বেশি সময়ক্ষেপণ করে চলেছে। প্রধান শিক্ষকদের ৬৪০০ টাকার দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদায় নন-গেজেটেড মর্যাদার চেয়ে কম বেতন দেয়া হচ্ছে। ঢাকা শহরের প্রাথমিকে সহকারীদের পদোন্নতির অধিকার হরণ করা হয়েছে। এ বাস্তবতায় ঢাকা শহরের প্রাথমিক শিক্ষকরা ৬ দফা সুপারিশ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেবেন।

সুপারিশ

ঢাকাসহ শহরাঞ্চলে শিক্ষকদের বদলিনীতি সংশোধন করা হোক। প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা থাকলে জরুরি ভিত্তিতে সিনিয়র সহকারী শিক্ষকদের চলতি দায়িত্ব দিয়ে সমস্যা নিরসন ও দ্রুত পদোন্নতির ব্যবস্থা নিন। প্রধান শিক্ষক, সহকারী উপজেলা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার পদে শতভাগ পদোন্নতির ব্যবস্থা করা হোক। পদোন্নতির মাধ্যমে সর্বস্তরে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া হোক। প্রধান শিক্ষকদের এক ধাপ নিচে সহকারী শিক্ষকদের বেতন নির্ধারণ করা হোক। শিক্ষকদের মর্যাদার বৈষম্য সৃষ্টি করা যাবে না। প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণীর আয়ন-ব্যয়ন ক্ষমতাসহ গেজেটেড মর্যাদা ও স্কেল প্রদান করুন।

মো. সিদ্দিকুর রহমান : *আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম*
siddiqsir54@gmail.com